গ্রিগরের জয়

সাংহাইয়ের এটিপি টুর্নামেন্টে রায়ান হ্যারিসনকে ৩-৬, ৬-৩, ৭-৬ (৮-৬) পয়েন্টে হারালেন গ্রিগর দিমিত্রিভ।

মাঠে - ময়দানে

কোয়েরির জয়

সাংহাইয়ের এটিপি টুর্নামেন্টে ফ্রান্সিস টিয়াফোকে ৬-৩, ৭-৬ (৭-৯) পয়েন্টে হারালেন স্যাম কোয়েরি।

বিশ্বকাপের টিকিট পেলেন মেসি-রোনাল্ডো

সরাসরি মূলপর্বে ফ্রান্স, উরুগুয়ে, কলম্বিয়া ● যাচ্ছে না নেদারল্যান্ডস, চিলি

লিসবন, ১১ অক্টোবর: ভারতীয় সময় রাত ১২.১৫ এবং ভোর ৫টা। সারা ফুটবল বিশ্বের নজর ছিল এই দুটি সময়ে। প্রথমটায় ঘরের মাঠে শক্তিশালী সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অ্যাওয়ে ম্যাচে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে সরাসরি যোগ দেওয়ার জন্য জিততেই হত দু'পক্ষকে। আর শেষপর্যন্ত সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটিয়ে ম্যাচ জিতল দুই মহাতারকার দেশই। শুরুতে পিছিয়ে পড়েও মেসির হ্যাটট্রিকে ভর করে ইকুয়েডরকে ৩-১ গোলে হারাল লা সেলেস্তা'রা। অন্যদিকে রোনাল্ডো কিছুটা নিষ্প্রভ থাকলেও সুইসদের ২-০ গোলে হারাল ইউরো চ্যাম্পিয়নরা। ইউরোপ থেকে সরাসরি মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেল ফ্রান্সও। ঘরের মাঠে বেলারুশকে ২-১ গোলে হারাল তারা। সুইডেনকে ২-০ গোলে হারিয়েও বিশ্বকাপের টিকিট পেল না নেদারল্যান্ডসও। ডাচদের মতই রাশিয়ায় দেখা যাবে না শেষ দু'বারের কোপা আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন চিলিকেও। ছিটকে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও।

ড্র অর ডাই পরিস্থিতি আর্জেন্টিনার

আর্জেন্টিনার জন্য পরিস্থিতি ছিল একেবারেই ড্র অর ডাই। কিন্তু ওস্তাদের মার শেষ রাতে এই প্রবাদকে সত্যি করে খেল দেখালেন মেসি। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে একের পর এক ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে ১৯৭০'র স্মৃতি ফিরিয়ে আনার পথে হাঁটছিল তারা। শেষ রাউন্ডের আগে লাতিন আমেরিকান গ্রুপে ষষ্ঠ স্থানে ছিল গত বিশ্বকাপের রানার্সরা। এই গ্রুপ থেকে প্রথম চারটি দল সরাসরি মূলপর্বে যাবে। পঞ্চম দলটি প্লে-অফে খেলার সুযোগ পাবে। ফলে রাশিয়া যেতে হলে প্রথম পাঁচের মধ্যে থাকতে হত মেসিদের। কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। কারণ হারার কোনও সুযোগ ছিল না মেসিদের কাছে, ড্র করলে, এমনকি সরাসরি জিতলেও একাধিক অঙ্কের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাদের। এমন পরিস্থিতিতে অ্যাওয়ে ম্যাচে ইকুয়েডরের মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা। লাতিন আমেরিকার অন্যতম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই স্টেডিয়ামটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় হাজার মিটার উঁচুতে অবস্থিত। ফলে এখানে পূর্ণ শক্তিতে ফুটবল খেলাটা মেসিদের কাছে একেবারেই চ্যালেঞ্জের ছিল। আর্জেন্টিনার বিড়ম্বনা বাড়িয়ে শুরুতেই এগিয়ে যায় ইকুয়েডর। খেলার বয়স তখন মাত্র ৪০ সেকেন্ড। রবার্তো ওর্ডোনেজের পাস থেকে গোল করে ইকুয়েডরকে এগিয়ে দেন রোমারিও ওর্ডোনেজ।

সাফল্যের নাচ... গোলের পর পর্তুগালের আন্দ্রের ড্যাব।

মেসির অন্য ভাবনা

কিন্তু অন্যরকম ভাবনা ছিল মেসির। এদিন পুরনো স্ট্র্যাটেজি থেকে বেরিয়ে এসে ৩-৪, ২-১ ছকে দল নামিয়েছিল আর্জেন্টিনা। গোলরক্ষক সার্জিও রোমারোর সামনে তিন ডিফেন্ডার নিকোলাস ওটামেন্ডি, জেভিয়ার মাসচেরানো ও গ্যাব্রিয়েল মের্কাডো। মাঝমাঠে মার্কোস অ্যাকুনা, এনজো পেরেজ, লুকাস বিগলিয়া ও এডুয়ার্ডো সালভিও। একমাত্র স্ট্রাইকার দারিও বেনভেট্টোর পিছনে প্লে-মেকারের ভূমিকায় অ্যাঞ্জেলো ডি'মারিয়া ও মেসি। বহু যুদ্ধের সঙ্গী ডি'মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ইকুয়েডরকে পাল্টা দেওয়ার কাজটা শুরু করলেন মেসি। ১২ মিনিটে নিজেদের মধ্যে ওয়ান পাস খেলে বিপক্ষের রক্ষণকে বোকা বানিয়ে বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোল করে আর্জেন্টিনাকে সমতায় ফেরান মেসি। আট মিনিটের মধ্যেই দলকে লিড এনে দেন তিনি। এবারও গোলের পাসটি তিনি পেয়েছিলেন ডি'মারিয়ার কাছ থেকেই। ১৫ গজ দূর থেকে নিখুঁত প্লেসিংয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন এলএম ১০। আর্জেন্টিনার তৃতীয় গোলটি দ্বিতীয়টির অ্যাকশন রিপ্লে বলা যেতে পারে। মেসির ১৮ গজ দূর থেকে নেওয়া শট ইকুয়েডরের গোলরক্ষক মাঞ্জিমো বাঞ্চুয়েরার বাড়ানো হাতের নাগাল এড়িয়ে গোলে ঢুকে যায়। তার সঙ্গেই রাশিয়ার টিকিট নিশ্চিত হয়ে যায় আর্জেন্টিনার। এদিন নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেলেন মেসি। পাশাপাশি দুরন্ত ফুটবল খেললেন ডি'মারিয়াও।

লাতিন আমেরিকান নাটক

এই গ্রুপের অন্যান্য খেলায় ব্রাজিলের কাছে ৩-০ গোলে হারল চিলি। ৫৫ মিনিটে পাওলিনহোর গোলে এগিয়ে যায় সেলেকাওরা। এরপর ৫৭ ও ৯৩ মিনিটে জোড়া গোল করে ব্রাজিলের জয় নিশ্চিত করেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস। ঘরের মাঠে বলিভিয়াকে ৪-২ গোলে হারাল উরুগুয়ে। এই ম্যাচে সব গোল গুলিই করেন উরুগুয়ের ফুটবলাররা। ২৪ মিনিটে গাস্টন সিলভার আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় বলিভিয়া। কিন্তু দ্রুতই লিড নেয় উরুগুয়ে, ৩৯ মিনিটে মার্টিন কাসেরাস ও ৪২ মিনিটে এডিনসন কাভানির গোলে। দুটি গোলের ফেরাই ফাইনাল পাসটি বাড়িয়েছিলেন গাস্টন। বিরতির পর জোড়া গোল করে উরুগুয়ের লিড আরও বাড়িয়ে দেন লুইস সুয়ারেজ। ৬০ ও ৭৬ মিনিটে গোল দুটি করেন তিনি। ৭৯ মিনিটে দিয়েগো গোদিনের আত্মঘাতী গোলে বলিভিয়ার হয়ে ব্যবধান কমালেও ম্যাচ জিততে অসুবিধা হয়নি উরুগুয়েরা। পেরুর সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল কলম্বিয়া। রাদামেল ফালকাওয়ের পাস থেকে গোল করে কলম্বিয়াকে এগিয়ে দিয়েছিলেন জেমস রড্রিগেজ। কিন্তু ৭৬ মিনিটে পাওলো গুরেইরোর গোলে সমতা ফেরায় পেরু। ভেনেজুয়েলার কাছে ১-০ গোলে হেরে বিশ্বকাপের খেলার সুযোগ হাতছাড়া করল প্যারাগুয়ে।

ছিটকে গেল চিলি

লাতিন আমেরিকার গ্রুপের ১৮ রাউন্ডের খেলা শেষে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বর দল হিসেবে মূল পর্বে গেল ব্রাজিল। পরের তিনটি স্থানে রয়েছে উরুগুয়ে (৩১), আর্জেন্টিনা (২৮) ও কলম্বিয়া (২৭)। তিনটি দেশই সরাসরি বিশ্বকাপ খেলবে। পেরু ও চিলি একই পয়েন্ট (২৬) নিয়ে শেষ করলেও গোল পার্থক্যে এগিয়ে থেকে প্লে-অফ খেলার সুযোগ পেয়ে গেল পেরু। ওশেয়ানিয়া গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্লে-অফ খেলতে হবে তাদের। ব্রাজিলের সঙ্গে ড্র করলেও সরাসরি রাশিয়া চলে যেত শেষ দুবারের কোপা চ্যাম্পিয়ন চিলি। কিন্তু তারা হেরে যাওয়ায় আগামী বছর মাঠের বাইরে বসেই বিশ্বকাপ দেখতে হবে অ্যালেক্সিস স্যাঞ্জেস- আর্তুরো ভিদালদের।

বিদায় নিল আমেরিকাও

কনকাকাফ গ্রুপে আমেরিকাকে হারিয়ে অঘটন ঘটালো ত্রিনিদাদ ও টোবাগো। এই ম্যাচে ড্র করলেই রাশিয়া যাওয়ার টিকিট পেয়ে যেত আমেরিকানরা। কিন্তু ২-১ গোলে হেরে গেল তারা। উল্টে শক্তিশালী কোস্টারিকাকে ২-১ গোলে হারিয়ে গ্রুপে তৃতীয় হয়ে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়ে গেল পানামা। এই গ্রুপ থেকে প্লে অফে খেলার চতুর্থ স্থানে থাকা হন্ডুরাস। লিগের শেষ ম্যাচে কঠিন প্রতিপক্ষ মেক্সিকোকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে তারা। প্লে-অফে তাদের প্রতিপক্ষ এশিয়ার গ্রুপে পঞ্চম হওয়া অস্ট্রেলিয়া। শেষ রাউন্ডের ম্যাচ খেলার আগেই রাশিয়ার টিকিট হাতে পেয়ে গিয়েছিল মেক্সিকো ও কোস্টারিকা। শেষ ম্যাচের ফলাফল তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান থেকে সরাতে পারত না। লড়াইটা ছিল মূলত আমেরিকার, পানামা ও হন্ডুরাসের মধ্যে। বাকি দুটি দেশের (১০ পয়েন্ট করে) থেকে কিছুটা এগিয়েই ছিল আমেরিকা (১২), ড্র করলেই মূলপর্বে চলে যেত তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অঘটন ঘটল। ঘরের মাঠে ২-১ গোলে জিতে গেল ক্যারিবিয়ান দেশটি। ১৭ মিনিটে ওমর গঞ্জালেজের আত্মঘাতী গোল এগিয়ে দেয় ত্রিনিদাদ ও টোবাগোকে।, ৩৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান আলভিন জোন। ৪৭ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ানো পুলিসিচের গোলে আমেরিকা ব্যবধান কমালে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিততে পারেনি তারা। অন্য ম্যাচে, খেলার ৩৬ মিনিটে জোহান ভেনেগাসের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল কোস্টারিকা। কিন্তু ৫৩ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল টোরেস ও ৮৮ মিনিটে রোমান টোরেস গোল করে পানামার জয় নিশ্চিত করেন। অন্যদিকে, দু'বার এগিয়ে গিয়েও হন্ডুরাসের কাছে হারল মেক্সিকো। ১৭ মিনিটে ওরি পেরাল্টার গোলে এগিয়ে যায় কানকাকাফ গোল্ড কাপের চ্যাম্পিয়নরা। ৩৪ মিনিটে কার্লোস ভেলার গোল ফের এগিয়ে দেয় মেক্সিকোকে। কিন্তু ৫৪ মিনিটে গুইলের্মো ওচোয়ার আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরে হন্ডুরাস। ৬০ মিনিটে রোসেল কুইয়োটার গোল তাদের জয় নিশ্চিত করে।

সাফল্যের দৌড়... গোলের পর আর্জেন্টিনার মেসির উচ্ছ্বাস।

পর্তুগালের নায়ক আন্দ্রে

অন্যদিকে, সরাসরি মূলপর্বে যাওয়ার ক্ষেত্রে পর্তুগালকেও জিততেই হত শক্তিশালী সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের গ্রুপ পর্যায়ের খেলায় সবকটি ম্যাচেই জিতেছে সুইসরা। এই ম্যাচেও প্রথম থেকে দাপট দেখাচ্ছিল তারাই। প্রথমার্ধের শেষ দিকে পর্তুগালের আন্দ্রে সিলভার শট ক্লিয়ার করতে গিয়ে গোলে ঢুকিয়ে দেন সুইস সেন্টার ব্যাক জোহান জৌরী। এক গোলে এগিয়ে গিয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে ইউরো চ্যাম্পিয়নরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে বিপক্ষের উপর চাপ বাড়ায় তারা। ৫৭ মিনিটে বের্নান্দো সিলকার পাস থেকে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আন্দ্রে। এরপর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি তাদের। উল্টে ধীরে ধীরে খেলা থেকে হারিয়ে যায় সুইসরা। দলে এ্যানিউ ঝাকা ও জারদান শাকিরির মতো তারকারা থাকলেও শেষ পর্যন্ত লড়তে পারলেন না তারা। এদিন অবশ্য বেশ নিষ্প্রভ ছিলেন রোনাল্ডো। সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করেন তিনি। তবে নজর কাড়লেন বের্নান্দো, আন্দ্রে জোয়াও মোতিনহো, উইলিয়াম কার্ভালহোরা। পাশাপাশি দায়িত্বশীল ফুটবল খেলতে দেখা গেল পেপেকে। পর্তুগালের ডিফেন্ডকে নেতৃত্ব দিয়ে সুইসদের যাবতীয় আক্রমণ আটকে ছিলেন তিনি। এই ম্যাচ জিতে ১০ রাউন্ডের শেষে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে ভর করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে বিশ্বকাপের মূলপর্বে চলে গেল রোনাল্ডোরা। আর প্লে অফ রাউন্ডে চলে গেল সুইজারল্যান্ড।

রাশিয়ায় নেই কমলা ঝড়

পর্তুগালের মতো সরাসরি মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র জোগাড় করে ফেলল ফ্রান্সও। ঘরের মাঠে বেলারুশের বিরুদ্ধে ২৭ মিনিটে আঁতোয়া গ্রিয়েজম্যানের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল শেষ ইউরো রানার্সরা। ৩৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ওলিভার জিরো। ৪৪ মিনিটে বেলারুশের আন্তন সারোকো একটি গোল করলেও ফ্রান্সের জয় আটকায়নি। গ্রুপের অন্য ম্যাচে সুইডেনকে ২-০ গোলে হারিয়েও বিশ্বকাপে যেতে পারল না ডাচরা। নেদারল্যান্ডসের হয়ে গোলদুটি করে আর্জেন রবেন। এই গ্রুপে ১০ রাউন্ডের খেলা শেষে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ফ্রান্স। সুইডেন ও নেদারল্যান্ডসের পয়েন্ট সমান (১৯) হলেও গোলপার্থক্যে এগিয়ে থেকে প্লে-অফ খেলার সুযোগ পেয়ে গেল সুইডিশরা। এদিন ম্যাচ শেষে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন রবেন।

জিতে উচ্ছ্বসিত কোচেরা

এদিন ম্যাচ জিতিয়ে বেশ খুশি মেসি। খেলার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'যদি আর্জেন্টিনা আগামী বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ না পেত তবে সেটা খুব খারাপ হত। আমরা এবার আরও শক্তিশালী হয়ে উঠব।' দলের কোচ জোর্গে সামপাওলি জানিয়েছেন, 'সারা বিশ্বের উচিত মেসির বিশ্বকাপ জয়ের জন্য প্রার্থনা করা। এটুকু বলতে পারি, আর্জেন্টিনা সত্যি খুব ভাগ্যবান। কারণ বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ফুটবলারটি এই দেশের হয়ে খেলে।' অন্যদিকে একইরকম উচ্ছ্বসিত পর্তুগালের কোচ ফার্নান্দো স্যান্তোসের গলাও। তিনি জানিয়েছেন, 'আমি সব সময় বিশ্বাস করেছি যে আমরাও বিশ্বকাপ খেলতে পারব। খেলোয়াড়দের উপর আমার বিশ্বাস ছিল। আর তারা আমার ভরসার মান দিয়েছে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'একটা দলের স্ট্র্যাটেজি ঠিক হলে ও একতা থাকলে জেতাটা অনেক সহজ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আমরা জিতেছি। আর সরাসরি রাশিয়া যাচ্ছি।'

নিয়মরক্ষার ম্যাচেও জয়ই লক্ষ্য ভারতের

স্টাফ রিপোর্টার: প্রথম দুটি ম্যাচ হেরে ইতিমধ্যে অনুর্ধ্ব ১৭ যুব বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে ভারত। তবু বৃহস্পতিবার গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচটি ঘানার বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার হলেও জয়ই লক্ষ্য ভারতের। আগের ম্যাচে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে ভাল খেলে হার ভারতের। তবু সেই ম্যাচ ভুলে এখন ঘানা ম্যাচে জয়ের সরণিতে ফেরাই লক্ষ্য ভারতের কোচ মাতোসের। ভারতীয় ফুটবলারদের পারফরম্যান্সে খুশি কোচ মাতোস। হারা জেতা বড় ব্যাপার নয়। আমরাও পারি। এই বিশ্বাসটা তৈরি করেছে ফুটবলাররা। বিশ্বকাপের মঞ্চে সাফল্য পাওয়াটা মুখের কথা নয়। আমাদের আরও পরিশ্রম করতে হবে। ঘানা ম্যাচের আগের দিন এ কথাটাই ফুটবলারদের বলেন প্রাক্তন ফুটবলার অভিষেক যাদব। যিনি ভারতীয় যুব দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ঘানা ম্যাচের আগের দিন ভারতের পর্তুগাল কোচ মাতোস বলেন, প্রথম দুটি ম্যাচে কী হয়েছে তা আর মনে রাখতে চাই না। এখন আমার ভাবনায় ঘানা ম্যাচ। গ্রুপে ঘানা সবচেয়ে শক্তিশালী দল হলেও ভারতীয় দলের সংবিধানে ভয় বলে কোনও শব্দ নেই। কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে পায়ে চোট পেয়েছেন ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি। তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে খেলবেন তা নিয়ে চিন্তিত ভারতীয় কোচ। মাতোস বলেন, ঘানার খেলা দেখেছি। কলম্বিয়া আর ঘানা একই ধরনের খেলা খেলে। তবু জেতার মানসিকতা নিয়েই ছেলেরা খেলতে নামবে। দলের অধিনায়ক অমরজিৎ সিং বলেন, কলম্বিয়া ম্যাচ এখন অতীত আমাদের কাছে। এবার আমাদের লক্ষ্য শেষ ম্যাচে ঘানার বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করা। কলম্বিয়া ম্যাচে গোল করে রাতারাতি পাদ-প্রদীপের আলোয় চলে এসেছে জিকসন। আর গোল বাঁচিয়ে নজর কেড়েছে গোলরক্ষক ধীরাজ। গ্রুপ পর্যায়ের শেষ লড়াইয়ে ঘানার বিরুদ্ধে জয়ের সরণিতে ফেরার ম্যাচে ভারতের ভরসা এই দুইজনই।

তিয়ানজিনের ডাবুটিএ ইভেন্টের শেষ ষোলোয় যাওয়ার পথে পেত্রা কিতোভাকে হারালেন লিন ঝু। ম্যাচের ফল চিনা টেনিস সুন্দরীর পক্ষে ৬-৪, ৫-৭, ৬-৪।

মিচেলের বদলি খুঁজছে ইস্টবেঙ্গল

স্টাফ রিপোর্টার: আই লিগের না। ইতিমধ্যে নতুন ডিফেন্ডারের প্রস্তুতিতে বড় ধাক্কা খেল ইস্টবেঙ্গল। হাওড়া স্টেডিয়ামের কর্তারা। মিচেলের জায়গায় কিছুদিন অনুশীলন করার পর মঙ্গলবার থেকে বারাসত স্টেডিয়ামে আই লিগের জন্য ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন শুরু করেন কোচ খালিদ জামিল। কিন্তু প্রথম দিন অনুশীলনে নেমেই বিপত্তি। চোট পেলেন ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর ডিফেন্ডার মিচেল। ফলে তাঁর যা চোট তাতে আই লিগে খেলা অনিশ্চিত। কারণ আপাতত তাঁকে দু'মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে। আই লিগ গেল বললে ভুল হবে না। কারণ তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য ক্লাব কর্তারা কিংবা কোচ খালিদ অপেক্ষা করবেন বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে নতুন ডিফেন্ডারের খোঁজ শুরু করেছেন লাল-হলুদ ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। মিচেলের জায়গায় ইস্টবেঙ্গল কর্তারা কথা বলেছেন পাঠচক্রের হয়ে খেলা ভিক্টর খামুকার সঙ্গে। কয়েকদিনের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন শুরু করেন পাঠচক্রের হয়ে কলকাতা লিগে খেলা খামুকা। এছাড়া লাল-হলুদ কোচের মাথায় রয়েছে ইচে, এডুয়ার্ডের মতো বিদেশি ডিফেন্ডাররা। এখন যা পরিস্থিতি তাতে ট্রায়ালে থাকা কামোর ভাই বাজেকে নেওয়া হতে পারে আই লিগের জন্য।

বাগানের জয় : সিকিম গভর্নর্স গোল্ড কাপের প্রথম ম্যাচে বিকাশ এনএসএসকে হারাল মোহনবাগান। একমাত্র গোলটি করেন ক্রোমা।

প্রকাশক এবং মুদ্রক ডি দুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিষ লাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস্‌লাহা*(পিআরবি আইন অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).